দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ছাত্রী উপবৃত্তি ও প্রাসঙ্গিক কিছু সমস্যা

বাংলাদেশে নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নোরাড-এর আর্থিক সহায়তায় ছাত্রী বেতন মওকুফ এবং ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান বিষয়ক ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট বাস্তবায়নে দেশে নারী শিক্ষার হার যে বেড়েছে,তাতে সন্দেহ নেই।

১৯৯৪ সালে সর্বপ্রথম ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে এদেশে ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্টের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়া হয়ে থাকে। অবিবাহিত, বিদ্যালয়ে ৭৫% উপস্থিতি ও প্রত্যেক বিষয়ে ন্যূনপক্ষে ৪৫% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রীরা এই উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র একটি দেশে ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্টের বাস্তবায়নের আবশ্যকতা যে সময়োপযোগী ও দূরদর্শী পদক্ষেপ তা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। এ প্রজেক্ট বাস্তবায়নে নারী শিক্ষার হার বাড়লেও নারী শিক্ষার মানোন্নয়নের পরে এর ইতিবাচক তেমন কোনো প্রভাব যে পড়েনি সে কথাও উপেক্ষা করা যায় না। এ প্রজেক্ট বাস্তবায়নে শিক্ষার মানোন্নয়নের অন্তরায় চিহ্নিত কিছু সমস্যা এখানে তুলে ধরছি-

এ প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অতিরিক্ত বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন FSF-1 ও FSF-3 ফরম পূরণ, রোষ্টার বুক পূরণ, ছাত্রীদের টাকা দেয়ার আগে ব্যাংক পে-স্লিপ লেখা, অ্যাকাউন্ট খুলতে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড লেখানো। FSF-1 এ অভিভাবকদের স্বাক্ষর গ্রহণ ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজ যে সম্পূর্ণ করণিকের তা বলাইবাহুল্য।

তাছাড়া আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের তুলনায় বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের বেতনভাতা বড়োই অপ্রতুল। তাই প্রয়োজনের তাগিদেই শিক্ষকগণ গৃহশিক্ষকতাকে পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে আঁকড়ে ধরেছেন। ফলে মস্তিকের ধারণক্ষমতার বাইরে শিক্ষকদের মানসিক ও শারীরিক শ্রম দিতে হচ্ছে। এ সমস্ত অতিরিক্ত শ্রম দেয়ার কারণে ফাঁকি, অবহেলা যাই বলুন না কেন শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন যে অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট বাস্তবায়নে অতিরিক্ত শ্রমদান শিক্ষকদের মাথার ওপরে বোঝার উপর শাকের আঁটি বহনের মতোই এযেন এক বিড়ম্বনা। এ অবস্থায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়সমূহে অন্তত অতিরিক্ত একজন করণিক নিয়োগদান অতীব জরুরি।

উল্লিখিত বিষয়টি আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনার জন্য ফিমের সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মুহাম্মদ আওছাফুর রহমান,
আল্লারদর্গা, দৌলতপুর,
কুষ্টিয়া।